ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশকাল: ১০ অক্টোবর ২০২১

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে থেকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

১০ অক্টোবর ২০২১ এ *অধিকার* ২৭ বছরে পদার্পন করলো। *অধিকার* তার ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে। গত ২৭ বছর ধরে *অধিকার* তার পাশে দাঁড়ানো সমস্ত মানবাধিকারকর্মী, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে; যাঁরা অধিকারের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারের সময়ে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সরব থেকেছেন।

অধিকার এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এমন এক সময়ে পালিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশের জনগন কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে দুইদফা তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা লঙ্ঘন, নারীদের প্রতি সহিংসতাসহ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভিকটিমদের মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকার কারণে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকার *অধিকার এর* ওপর ব্যাপক নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে *অধিকার* ২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

অধিকার এর রিপোর্টগুলো দেখতে চাইলে অধিকার এর ওয়েবসাইট www.odhikar.org; ফেসবুক Odhikar.HumanRights; ও টুইটর: @odhikar_bd দেখুন।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২১ ..... ৮

রাজনৈতিক নিপীড়ন, সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ৯

রাজনৈতিক নিপীড়ন ৯

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ১০

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১১

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৩

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন ১৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৬

মতপ্রকাশ ও নিবর্তনমূলক আইন এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৭

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ১৭

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৯

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব ১৯

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব ১৯

গুম ২২

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২৫

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৫

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৬

মৃত্যুদণ্ড প্রথা ও মানবাধিকার ২৭

নারীর প্রতি সহিংসতা ২৭

ধর্ষণ ২৭

বখাটেদের কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা (যৌন হয়রানি) ২৮

যৌতুক সহিংসতা ২৯

এসিড সহিংসতা ২৯

শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন ৩০

হাসেম ফুডস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৩০

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৩১

ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে বাংলাদেশী অভিবাসীপ্রত্যাশী নাগরিকদের মৃত্যু ৩২

প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক ঃ ভারত ও মিয়ানমার ৩২

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার ও বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩২

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ৩৫

সুপারিশ ৩৭

সারসংক্ষেপ

১. এই প্রতিবেদনটিতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. কর্তৃত্ববাদী সরকার বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকা ও ভিন্নমতের কারণে অনেক মানুষের ওপর গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরের মাধ্যমে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়েছে। সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার নির্মমভাবে দমন করেছে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া মিছিল সমাবেশ করার ওপর বহুদিন ধরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। এই সময়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিভিন্ন কর্মসূচীতে বাধা দিয়েছে পুলিশ এবং হামলা করেছে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ।

৩. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক[১] ও বিরোধীদলের নেতাকে[২] হত্যা, প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও গুলিবর্ষণ[৩], নারী-শিশু,[৪] বিরোধীদলের নেতা কর্মী[৫] ও বিরোধীদলের কার্যালয়ে[৬] এবং সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে[৭] হামলাসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে এই সময়ে তারা একাধিক সংঘর্ষে ও লিপ্ত হয়েছে।

৪. জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছে। এরমধ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক। তারা আওয়ামী লীগের সহযোগী হয়ে দেশে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশে একতরফা এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়েছে। এই আস্থাহীনতার কারণে বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অধিকাংশ জায়গায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকছেন। ফলে সরকারিদলের প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছে। এছাড়া অপর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার দেশে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন

---

[১] প্রথম আলো ১৭ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2021-7-17

[২] প্রথম আলো ১৪ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**নোয়াখালীতে-বিএনপি-নেতাকে-কুপিয়ে-ও-গুলি-করে-হত্যা**

[৩] প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**আলীগের-দুই-পক্ষের-ধাওয়ার-মধ্যে-অস্ত্রধারী-তিন-তরুণের-ভিডিও-ভাইরাল**

[৪] প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**যুবলীগ-নেতার-হামলায়-নারী-শিশুসহ-আহত-১০**

[৫] প্রথম আলো ২০ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বাউফলে-ছাত্র-অধিকার-পরিষদের-নেতা-কর্মীর-ওপর-ছাত্রলীগের-হামলা**

[৬] প্রথম আলো ১৭ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**যশোর-জেলা-বিএনপির-কার্যালয়ে-ছাত্রলীগের-হামলা-নেতা-আহত**

[৭] নিউএইজ ১৯ অগাস্ট ২০২১; https://www.newagebd.net/article/146815/12-al-activists-held-for-uno-house-attack

করলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক সাফল্য রয়েছে বলে প্রশংসা করেছে।[৮]

৫. এই সময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহ রোধে ও স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের কারণে নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালিয়েছে। দেশে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ থাকায় বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলেও তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সরকার ও সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে এবং সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতার সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট বা শেয়ার দেয়ার কারণে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া সরকার নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) বহাল রেখেছে এবং ২০১৫ সালে এই আইনে দায়েরকৃত মামলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর ব্যঙ্গচিত্র ফেসবুকে প্রকাশ করার অভিযোগে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতাকে ৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে।[৯]

৬. সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করা হচ্ছে।

৭. এই তিন মাসে দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে সরকারের পক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং বেপোরায়া হয়ে উঠেছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হয়েও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সরকারিদলের কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে এবং দলীয় শ্লোগান দিচ্ছে।[১০]

৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত কমিটি দেশের ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ৩৭টি কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে। এই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মকর্তা ও কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও শাস্তি হিসেবে শুধু অন্যত্র বদলি

---

[৮] প্রথম আলো ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**বন্দুকযুদ্ধে-হত্যাগুমের-মতো-ঘটনা-পাশ-কাটাচ্ছে-মানবাধিকার-কমিশন**

[৯] নিউএজ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.newagebd.net/article/149627/bnp-leader-jailed-for-7yrs-for-distorting-photos-of-hasina-manmohan

[১০] প্রথম আলো ৫ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**আলীগের-কর্মসূচিতে-ওসির-শ্লোগানের-ভিডিও-ছড়িয়েছে-ফেসবুকে**

করা হয়।[১১] দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতা ৪২,৪৫০।[১২] এই তিন মাসেও দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি বন্দি ছিলেন। এই সময়ে কয়েকজন বন্দি অসুস্থ হয়ে কারাগারে মারা গেছেন। উল্লেখ্য, সাউথ এশিয়া পিস অ্যাকশন নেটওয়ার্ক এর তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশের মধ্যে বাংলাদেশে কারাগারে বন্দির হার সবচেয়ে বেশি, যা ১৯৫ শতাংশ এবং সেইসঙ্গে প্রাক-বিচারের বন্দিদের সর্বোচ্চ অনুপাত ৮১.৩ শতাংশ।[১৩]

৯. এই সময়ে সারাদেশে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার কারণে সাধারণ জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে এবং গণপিটুনীর মত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

১০. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাধ্যমে গৃহীত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিকল্প সাজা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে আপিল শুনানীর ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর আটকে থাকছেন। এই সময়ে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে আসাদুজ্জামান পনির নামে একজন ইসলামী চরমপন্থীর মৃত্যুদণ্ড ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হয়েছে।[১৪]

১১. এই তিন মাসে বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। গত ৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সজিব গ্রুপের হাসেম ফুডস অ্যান্ড বেভারেজ কারখানায় এক ভায়বহ অগ্নিকাণ্ডে ৫৪ জন শ্রমিক নিহত এবং অর্ধশত শ্রমিক আহত হন। এই কারখানায় কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিকই ছিলো শিশু।[১৫] এছাড়া পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়।

১২. গত তিনমাসে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং কিছু কিছু ঘটনায় সরকারিদলের নেতা-কর্মী ও পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৩. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। ভারত নিজের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য যে উপকূলীয় ভিত্তিরেখা বা বেসলাইন ব্যবহার করেছে, তাতে এর একটি অংশ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ভেতরে পড়েছে। আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা পরিমাপ এবং বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের বাইরের সীমা নির্ধারণের জন্য সোজা বেসলাইন সম্পর্কিত কিছু ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক নিয়ে ভারতের দাবির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতিসংঘে দুটি প্রতিবাদ দাখিল করেছে।[১৬] সাত বছর ধরে বিষয়টি দ্বিপাক্ষীয়ভাবে সমাধান হয়নি। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত দুই প্রতিবেশীর সীমানা নির্ধারণ করে রায় দেয়ার পর ভিত্তিরেখার বিষয়টি দ্বিপাক্ষীয়ভাবে সুরাহার অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের অনুরোধে

---

[১১] সমকাল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://samakal.com/bangladesh/article/210977704/

[১২] ওয়ার্ল্ড প্রিজন ব্রিফ, https://www.prisonstudies.org/country/bangladesh

[১৩] দি ডেইলি স্টার, ৩১ অগাস্ট; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/bangladesh-jails-among-the-worst-south-asia-2164946

[১৪] প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**জেএমবি-সদস্যের-ফাঁসি-কার্যকর**

[১৫] ঢাকা ট্রিবিউন, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/07/09/narayanganj-factory-fire-rages-on-many-feared-dead এবং মানবজমিন, ১১ জুলাই ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=283042&cat=3/, আল-জাজিরা, ৯ জুলাই ২০২১; প্রথম আলো, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**খোঁজ-মেলেনি-অনেক-শ্রমিকের-বেশির-ভাগই-শিশু** https://www.aljazeera.com/news/2021/7/9/deadly-fire-at-bangladesh-food-processing-factory

[১৬] নিউ এজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.newagebd.net/article/149405/bangladesh-files-protests-at-un

সাড়া দেয়নি ভারত।[১৭] এছাড়া ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃপক্ষ সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের[১৮] ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

১৪. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ছয় দফায় প্রায় ১৯ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তর করে।[১৯] কিন্তু রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে নিয়ে আসার আগে তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই পূরণ করা হয়নি। এই অবস্থায় ভাসানচর থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে।[২০]

১৫. *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলার কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ *অধিকারএর* সেক্রেটারি এবং পরিচালক ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাঁদের আইনজীবী আদালতকে জানান যে, বিচার শুরু করার জন্য আপিল বিভাগ যে রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। সুতরাং রিভিউ শুনানি শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন আইনজীবী । কিন্তু আদালত এই আবেদন মঞ্জুর না করে ৫ অক্টোবর সাইবার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১/২০১৩ এর সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে।

[১৭] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ভারতের-সমুদ্রসীমা-নিয়ে-আপত্তি**

[১৮] মানবজমিন, ৩০ জুলাই ২০২১, https://mzamin.com/article.php?mzamin=285838

[১৯] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/

[২০] প্রথম আলো, ১৪ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**ভাসানচর-থেকে-পালানোর-চেষ্টা-ট্রলারডুবিতে-২৭-রোহিঙ্গা-নিখোঁজ**

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২১

জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২১*											
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২	৭	৩	১	৬	১	৬	৫	৪	৩৫
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	০	০	২	১	০	০	১	০	৫
	গুলিতে নিহত	০	০	২১	৯	০	০	০	০	০	৩০
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১
	মোট	৩	৭	২৪	১২	৭	১	৬	৬	৫	৭১
গুম		১	০	১০	১	০	৪	১	১	০	১৮
কারাগারে মৃত্যু		৩	৪	৩	৬	৫	৭	৬	১৫	৫	৫৪
মৃত্যুদণ্ডাদেশ		৪০	৫৬	৫৬	০	০	০	০	১০	২৭	১৮৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	০	১	১	০	১	৩	২	১	১০
	বাংলাদেশী আহত	২	২	০	০	২	১	১	০	০	৮
	মোট	৩	২	১	১	২	২	৪	২	১	১৮
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	১	০	০	০	০	০	০	০	১
	আহত	০	১	২	১২	৫	৩	১	৫	১	৩০
	লাঞ্ছিত	৬	৩	২	৪	১	০	০	১	১	১৮
	আক্রমণ	০	৬	৬	২	১	২	১	১	১	২০
	হুমকির সম্মুখীন	০	০	২	৪	০	০	০	২	৩	১১
	মোট	৬	১১	১২	২২	৭	৫	২	৯	৬	৮০
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত	১০	৯	১১	৮	১২	১২	১৩	৬	৫	৮৬
	আহত	৭১৯	৬০০	৮৭০	৩৮২	৩৪১	৫৩৬	২৮৮	২৩১	২৫৫	৪২২২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		৯	১২	২২	২১	২১	১৯	১৪	২০	২৩	১৬১
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)	৬৮	৪৭	৭৫	৯২	৭৭	৭৬	৮২	৮১	৬৯	৬৬৭
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী	৪১	৪৭	৪৮	৫৯	৫৪	৪৭	৫১	৪৮	৪৭	৪৪২
	বয়স জানা যায়নি	২	৫	০	৪	৩	৬	৫	১৭	১	৪৩
	মোট	১১১	৯৯	১২৩	১৫৫	১৩৪	১২৯	১৩৮	১৪৬	১১৭	১১৫২
যৌন হয়রানীর শিকার		১১	৮	১০	১২	৮	১০	৯	৭	৬	৮১
এসিড সহিংসতা		৪	১	৪	৬	১	২	২	২	৮	৩০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১	১	৭	৪	৫	১	১	৫	২৭
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার	প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদেও পরিবারের সদস্য এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে	২	৩	১০	৪১	৫	৪	৬	৫	৫	৮১
	ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি/ উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার কারণে	০	০	৪	৩	১	০	০	০	১	৯
	মোট	২	৩	১৪	৪৪	৬	৪	৬	৫	৬	৯০

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

রাজনৈতিক নিপীড়ন, সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা ও ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

রাজনৈতিক নিপীড়ন

১. কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা এই দমনমূলক সরকারের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীরা। প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করে তাঁদের কারাগারে বন্দি রাখছে এবং বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালাচ্ছে। এমনকি সাদা পোশাকধারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা এসে তাঁদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তাঁদেরকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে যে, বিরোধীদল বিশেষ করে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের এক একজনের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সরকারবিরোধী বক্তব্যকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং ঘরোয়া বৈঠক থেকে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ প্রয়োগ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২. গত ১৬ জুলাই ৩৮ মাস কারাগারে আটক থাকার পর ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। তাঁর বিরুদ্ধে ৩১৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২১]

৩. গত ৩১ জুলাই গভীর রাতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর পৌরশহরের সরদারপাড়া এলাকার নিজ বাড়ি থেকে ডাঃ মোহাম্মদ আবু ওবায়েদ ও তাঁর ভাই আবু সুফিয়ানকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয়ে সাদা পোশাকে একদল লোক উঠিয়ে নিয়ে যায়। ডাঃ মোহাম্মদ আবু ওবায়েদ নজিপুর মেডিক্যাল সেন্টারএর পরিচালক এবং জামায়েতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর ভাই আবু সুফিয়ান নজিপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলার ও বিএনপি নেতা। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, গভীর রাতে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিদের পরিচয় জানতে চাইলে এবং কেন আটক করা হচ্ছে এই প্রশ্ন করলে তাঁদের সাথে তারা খারাপ আচরণ করে।[২২] পরের দিন ১ অগাস্ট তাঁদের দুজনকে বিএনপি ও পুলিশের মধ্যে ৩০ মার্চ সংগঠিত সংঘর্ষের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পত্নীতলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।[২৩]

৪. গত ৬ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদসহ ১০ জনকে ঢাকার বসুন্ধরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত ২২ অগাস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে,'রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং দেশকে অস্থিতিশীল করতে তাঁরা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।[২৪]

---

[২১] যুগান্তর, ১৬ অগাস্ট ২০২১; https://www.jugantor.com/politics/454612/

[২২] মানবজমিন, ২ অগাস্ট ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=286241&cat=9/

[২৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নওগাঁর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[২৪] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/politics/**গোলাম-পরওয়ারসহ-জামায়াতের-৯-নেতাকর্মী-আটক**

গত ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার ভাটারা থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২৫]

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৫. কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা অব্যাহত থেকেছে। বিরোধীদলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ এবং হামলা করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ।

৬. গত ১৮ অগাস্ট নরসিংদীর মনোহরদিতে স্বেচ্ছাসেবক দল করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান চলাকালে মনোহরদি উপজেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা সেখানে হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। এই হামলার ফলে বিএনপির ১৩ জন নেতা-কর্মী আহত হন। এছাড়া চ্যানেল আইয়ের নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি সুমন রায় এবং ক্যামেরা পারসন ইসমাইল মিয়াকেও ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে এবং তাঁদের ক্যামেরা ভেঙে ফেলে।[২৬]

৭. গত ২ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি এক সভার আয়োজন করে। পাহাড়তলী বিএনপির নেতা-কর্মীরা মিছিল করে এই সভায় যোগ দিতে আসার সময় পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিপেটা করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় পুলিশ বিএনপি'র সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে।[২৭]

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশের হামলা। ছবি: প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

৮. জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ৭ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ ও চৌমুহনীতে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করেন। এই মিছিল করার কারণে তাঁদের

[২৫] মানবজমিন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=291846&cat=1

[২৬] প্রথম আলো, ১৮ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**স্বেচ্ছাসেবক-দলের-অনুষ্ঠানে-ছাত্রলীগের-হামলা-সাংবাদিকসহ-আহত-১৫**

[২৭] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-9-3&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

বিরুদ্ধে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগ এনে পুলিশ বাদী হয়ে বেগমগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। এই দিন রাতেই নোয়খালী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোহাম্মদ আলাউদ্দিনসহ তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[২৮]

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

৯. জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার অভাবে দেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্বৃত্তায়ন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং নাগরিকরা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক[২৯] ও বিরোধী দলের নেতাকে হত্যা[৩০], প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও গুলিবর্ষণ[৩১], নারী-শিশু[৩২], সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী[৩৩] ও বিরোধীদলের কার্যালয়ে[৩৪] এবং সরকারি কর্মকর্তার বাসভবনে[৩৫] হামলাসহ অনৈতিক কমকাণ্ডের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে অস্ত্র হাতে এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে। ছবি: প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

---

[২৮] প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**নোয়াখালীতে-বিক্ষোভের-পর-তিন-জামায়াত-নেতা-গ্রেপ্তার**

[২৯] প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2021-7-17

[৩০] প্রথম আলো, ১৪ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**নোয়াখালীতে-বিএনপি-নেতাকে-কুপিয়ে-ও-গুলি-করে-হত্যা**

[৩১] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**আলীগের-দুই-পক্ষের-ধাওয়ার-মধ্যে-অস্ত্রধারী-তিন-তরুণের-ভিডিও-ভাইরাল**

[৩২] প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**যুবলীগ-নেতার-হামলায়-নারী-শিশুসহ-আহত-১০**

[৩৩] প্রথম আলো, ২০ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বাউফলে-ছাত্র-অধিকার-পরিষদের-নেতা-কর্মীর-ওপর-ছাত্রলীগের-হামলা**

[৩৪] প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**যশোর-জেলা-বিএনপির-কার্যালয়ে-ছাত্রলীগের-হামলা-নেতা-আহত**

[৩৫] নিউএইজ ১৯ অগাস্ট ২০২১; https://www.newagebd.net/article/146815/12-al-activists-held-for-uno-house-attack

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলায় আহত যশোর জেলা বিএনপি নেতা গোলাম রেজাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।। ছবি: প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০২১

১০. চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২৪ জন নিহত ও ৭৭৪ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৫৮টি এবং বিএনপি'র ০৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ০৭ জন নিহত ও ৩৩২ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪১ জন আহত হয়েছেন।

১১. গত ১৫ জুলাই ফেনীর সুলতানপুর এলাকায় গরু লুটে বাধা দেয়ায় গরু ব্যবসায়ী শাহজালালকে গুলি করে পুকুরে ফেলে দেয় ফেনী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও তার তিন সহযোগী। গত ১৬ অগাস্ট সুলতানপুরের একটি পুকুর থেকে শাহজালালের লাশ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু পুলিশ আবুল কালাম ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পৌরসভার নির্বাচনে আবুল কালাম বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন।[৩৬]

১২. গত ২৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারের কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল হক ও তার চাচাতো ভাই কবির মোল্লার নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত আবদুল বাতেন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা করে নারী ও শিশুসহ ১০ জনকে কুপিয়ে আহত করে। জানা যায় আবদুল বাতেন আসন্ন ইউপি নির্বাচনে ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সদস্য পদে নির্বাচন করার জন্য প্রচারনা চালাচ্ছিলেন। একই ওয়ার্ড থেকে ওবায়দুল হকও নির্বাচন করতে আগ্রহী। এই কারণে ওবায়দুল হক ও তার অনুসারীরা আবদুল বাতেনকে হুমকি দিচ্ছিলো এবং পরবর্তীতে হামলা চালায়।[৩৭]

১৩. গত ১৭ অগাস্ট যশোর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। এই সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জেলা বিএনপির সদস্য

[৩৬] প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2021-7-17

[৩৭] প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**যুবলীগ-নেতার-হামলায়-নারী-শিশুসহ-আহত-১০**

গোলাম রেজাকে ছুরিকাঘাত করে এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেনকে মারধর করে।[৩৮]

১৪. গত ৪ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী জেলা শহরে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শিহাব উদ্দিন শাহীনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে তাদেরকে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়তে দেখা গেছে।[৩৯]

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১৫. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন

১৬. মূলত ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর থেকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এর আগে দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও দেশে নির্বাচিত সরকার ছিল। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যখন পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। উভয় নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এই দুটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। এই সময়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল ন্যাক্কারজনক। তারা আওয়ামী লীগের সহযোগী হয়ে দেশে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত একতরফা নির্বাচন ব্যবস্থা। প্রার্থী জনপ্রিয় হোক আর নাই হোক সরকারিদলের মনোনয়ন পেলেই সেই প্রার্থী বিজয়ী হবে এটা নিশ্চিত। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়েছে। এই আস্থাহীনতার কারণে বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অধিকাংশ জায়গায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকছেন। ফলে সরকারী দলের প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছে। সংসদে সরকারিদলের আস্থাভাজন বিরোধীদল জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা নামকাওয়াস্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে তাকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে

[৩৮] প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/যশোর-জেলা-বিএনপির-কার্যালয়ে-ছাত্রলীগের-হামলা-নেতা-আহত

[৩৯] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/আলীগের-দুই-পক্ষের-ধাওয়ার-মধ্যে-অস্ত্রধারী-তিন-তরুণের-ভিডিও-ভাইরাল

দিচ্ছে।[৪০] এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অনেক ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তারা নিজেরাই ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ঢুকাচ্ছেন।[৪১] নির্বাচনের এই পরিস্থিতিতে এই তিন মাসে বেশ কয়েকটি নির্বাচন ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭. গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট-৩ আসনের উপনির্বাচন।[৪২] বিএনপি এই নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। কেন্দ্রের ভেতরে ভোট গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অলস বসে থাকতে দেখা গেছে। দক্ষিণ সুরমা পূর্বভাগ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ৯২৯ জন। কিন্তু ভোট পড়েছে মাত্র ৩৯৯টি। সব বুথে আওয়ামী লীগের এজেন্ট থাকলেও অন্য প্রার্থীদের এজেন্ট দেখা যায়নি।[৪৩]

সিলেট ৩ আসনের উপনির্বাচনে দক্ষিণ সুরমার পূর্বভাগ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফাঁকা কেন্দ্রের সামনে পাহারায় এক গ্রাম পুলিশ। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। দক্ষিণ সুরমার হাজি মোহাম্মদ রাজা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র নির্বাচনী কর্মকর্তা অলস বসে আছেন। ছবি: প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

১৮. নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৭১টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে গত ২১ জুন ২০৪টি ইউপিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধীদল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলে অধিকাংশ ইউপিতে আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা।[৪৪] বাকি ৬৯টি ইউপিতে বিরোধীদলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলে আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।[৪৫] এছাড়া চারটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে এবং কুমিল্লার-৭ আসনের সংসদ সদস্য পদের উপ-নির্বাচনে[৪৬] আওয়ামী

---

[৪০] প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/politics/**সুবিধা-নিয়ে-জাপার-প্রার্থীরা-ভোট-থেকে-সরে-যাচ্ছেন**

[৪১] দি ডেইলি স্টার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.thedailystar.net/bangla/**সংবাদ/বাংলাদেশ/অপরাধ-ও-বিচার/৪-সহকারী-প্রিজাইডিং-অফিসারসহ-৬-জনের-বিরুদ্ধে-মামলা-263451**

[৪২] আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মাহমুদ উদ সামাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে আসনটি শূণ্য হয়।

[৪৩] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2021-9-5

[৪৪] প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**বিনা-ভোটে-৪৩-ইউপিতে-আলীগ-প্রার্থীদের-জয়**

[৪৫] প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-9-21&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৪৬] চাঁদপুর শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ উল্লাহ চৌধুরী, যশোর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নুরজাহান ইসলাম, কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছারওয়ার আলম ও নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন এবং কুমিল্লা-৭ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী আশরাফ মারা যাওয়ায় এই পদগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

লীগের মনোনিত প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।[৪৭] প্রথম ধাপের স্থগিত থাকা ১৬০টি ইউপিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সংঘর্ষ, জোর করে ব্যালটে সিল মারা, ব্যালট ছিনতাই এবং প্রার্থীর এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়ন পরিষদের জামেউস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র দখলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী শেখ কামাল ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মোশারফ হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে আবুল কালাম নামে একজন জেলে গুলিতে নিহত হন।[৪৮] কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের পিলটকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মনোনিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালামের সমর্থকরা ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বাধা দেয়। এতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ গুলি চালালে ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হালিমুর রশীদ নিহত হন।[৪৯] কক্সবাজার জেলার টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের উনছিপ্রাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লম্বারবিল এমদাদিয়া মাদ্রাসা ভোট কেন্দ্রে ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ভোটাররা নির্বাচন কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং বিক্ষোভ করেন।[৫০]

১৯. খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার ২ নম্বর বারাকপুর ইউনিয়নের উত্তর বারাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী গাজী জাকির হোসেন ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী শেখ আনসার উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় হাতবোমা বিস্ফোরন এবং শর্টগানের গুলি বর্ষন করা হলে ৫ জন আহত হন।[৫১] সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কয়লা ইউনিয়নে ভোট শুরুর পর থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী জাহাঙ্গীর হোসেনের সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের যেতে বাধা দেয়।[৫২]

[৪৭] প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2021-9-21
[৪৮] প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-9-21&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[৪৯] প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2021-9-21&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[৫০] মানবজমিন ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=293859&cat=2/-
[৫১] মানবজমিন ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=293859&cat=2/-
[৫২] মানবজমিন ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=293859&cat=2/-

মহেশখালীতে ভোটকেন্দ্রে গুলিতে আহত আবুল কালামকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। ছবি: যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২০.২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগম এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ পাঁচজন সদস্য[৫৩] দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমান কমিশন সম্পূর্ণভাবে আমলা নির্ভর হওয়ায় এই কমিশনের বিরুদ্ধে আরও বেশী সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত থাকলেও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক সাফল্য দেখছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন[৫৪]! অভিযোগ রয়েছে বিচারবহির্ভূতহত্যা-গুম-নির্যাতনের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো কমিশন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের ওপর সরকারি নিপীড়ন চললেও বর্তমান কমিশন এই ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে। ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলেছে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির অভিযোগ সরকারের জন্য 'কিছুটা ইমেজ সংকটের' সৃষ্টি করেছে। তবে সরকারের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। প্রতিবেদনগুলোতে বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম ও হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ নাই। মাদকবিরোধী অভিযানে 'বন্দুকযুদ্ধে' বহু মানুষের প্রাণহানি প্রসঙ্গে কমিশন বলেছে 'মাদকবিরোধী অভিযানকালে 'বন্দুকযুদ্ধে' অভিযুক্ত মাদক চোরাকারবারিদের মৃত্যুর ঘটনা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জখম হওয়ায় সারা দেশে

[৫৩] মানবজমিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=191493

[৫৪] প্রথম আলো, ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**বন্দুকযুদ্ধে-হত্যাগুমের-মতো-ঘটনা-পাশ-কাটাচ্ছে-মানবাধিকার-কমিশন**

তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। প্রতিবেদনে কমিশন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগকে 'কথিত অভিযোগ' বলেও উল্লেখ করে।[৫৫]

মতপ্রকাশ ও নিবর্তনমূলক আইন এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২১. স্বাধীনভাবে তথ্য ও মতপ্রকাশ করা বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। এই সময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার তথ্যপ্রবাহ রোধে নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অভিবাসী শ্রমিক ও প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টেস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) এর চেয়ারপারসন ড.তাসনীম সিদ্দিকী গত ৮ ফেব্রুয়ারী দৈনিক প্রথম আলোতে 'রেমিটেন্স প্রবাহ আর প্রবাসীদের বাস্তবতায় মিল নাই' শীর্ষক এক সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে দেয়া তাঁর মন্তব্যের বিষয়ে ব্যাখা দিতে তাঁকে ২৩ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সামনে তলব করা হয়।[৫৬] এছাড়া সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ থাকায় বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলেও তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সরকার ও সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরা ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে এসেছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

২২. কর্তৃত্ববাদী সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই সময়ে সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতাদের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট বা শেয়ার দেয়ার কারণে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা দায়ের করেছে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা। গত ২১ মাসে হওয়া ৬৬৮টি মামলা পর্যবেক্ষণ করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) নামের একটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে, এই মামলাগুলোর বেশীরভাগই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক দায়ের না হয়ে ক্ষমতাসীনদলের কর্মীরা তাদের নেতাদের পক্ষে দায়ের করেছে এবং যেসব রাজনৈতিক মামলা সিজিএস খুঁজে পেয়েছে, তার ৮৫ ভাগই দায়ের করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এই মামলাগুলোয় অভিযুক্ত ১৫১৬ জন, যারমধ্যে ১৪২ জন সাংবাদিক, ৩৫ জন শিক্ষক, ১৯৪ জন রাজনীতিবিদ এবং ৬৭ জন শিক্ষার্থী। সিজিএসের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে এই

[৫৫] প্রথম আলো, ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**বন্দুকযুদ্ধে-হত্যাগুমের-মতো-ঘটনা-পাশ-কাটাচ্ছে-মানবাধিকার-কমিশন**

[৫৬] টিবিএস, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.tbsnews.net/bangla/**বাংলাদেশ/ঢাবি-অধ্যাপককে-সংসদীয়-কমিটি-তলব-করায়-মৌলিক-অধিকার-সুরক্ষা-কমিটির-নিন্দা**

সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানহানি করার অভিযোগে ৭৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৩টি মামলা করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ৬১টি মামলা করেছে অন্যরা।[৫৭] এইসব মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সহজে জামিন পান না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) বহাল রেখে এই আইনে দায়েরকৃত মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ভিন্নমতামলম্বী ও মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি করা হয়েছে।

২৩. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/কমেন্ট করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও ধর্ম এবং ফেসবুকে, ইউটিউবে মিথ্যা, উনসকানিমূলক ও ভীতি প্রদর্শনমূলক তথ্য প্রচার করার অভিযোগে ০১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

২৪. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটূক্তি ও সরকারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার মোনফাসির মিয়া (২৮) নামে এক যুবককে গত ৭ জুলাই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ স্বপন গত ৬ জুলাই বাদী হয়ে চুনারুঘাট থানায় মোনফাসির মিয়া ও তার ভাই আলমগীর মিয়াসহ অজ্ঞাত আরও ২-৩ জনকে অভিযুক্ত করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে।[৫৮]

২৫. গত ৮ অগাস্ট রংপুরের পীরগঞ্জে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে মানহানিকর পোস্ট দেয়ার অভিযোগে মনিরুল ইসলাম (১৬) নামে এক কিশোরকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৫৯]

২৬. গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে প্রচার করার অভিযোগে নাটোর জেলার সিংগরা উপজেলার শেরকুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন (৪৫) কে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এর আওতায় দোষী সাব্যস্ত করে ৭ বছরের সাজা এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেন রাজশাহী সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান। জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাঁকে আরও তিন মাস সাজা খাটতে হবে বলে আদেশ দেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শেরকুলি ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোখলেসুর রহমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ৫৭ ধারায় অভিযুক্ত করে আকতার হোসেনের বিরুদ্ধে সিংগরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৬০]

---

[৫৭] ডেইলি স্টার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.thedailystar.net/bangla/**সংবাদ/বাংলাদেশ/ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনে-৮৫-ভাগ-মামলা-করেছেন-আ-লীগ-নেতাকর্মীরা-সিজিএস-266961**

[৫৮] যুগান্তর, ৭ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/440327

[৫৯] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বঙ্গবন্ধুকে-নিয়ে-ফেসবুকে-মানহানিকর-পোস্ট-ছাত্র-কারাগারে**

[৬০] New Age, 20 september 2021; https://www.newagebd.net/article/149627/bnp-leader-jailed-for-7yrs-for-distorting-photos-of-hasina-manmohan

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৭. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমগুলোর পেশাদারিত্ব বজায় থাকার ক্ষেত্রে চরম ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে বিরোধীদল/সংগঠন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃত করে সংবাদ পরিবেশন করছে। অন্যদিকে গুটিকয়েক সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলেও সরকার তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে। সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করে হয়রানি করা হয়েছে। বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ করে রেখেছে বর্তমান সরকার।

২৮. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০৭ জন সাংবাদিক আহত, ০২ জন লাঞ্ছিত, ০৩ জন আক্রমনের শিকার, ০২ জন গ্রেপ্তার** এবং **০৫ জন হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন।**

২৯. বগুড়ায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একটি প্রকল্পে কর্মরতদের ভাতা বিতরণের দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে গত ১৭ জুলাই রাতে দৈনিক বাণিজ্য প্রতিদিন পত্রিকার বগুড়া জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামানকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। এই সময় গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যদের সঙ্গে ছিল পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সামীর হোসেন মিশু ও তার অফিস সহকারী শামিমা আক্তার। আক্তারুজ্জামানকে আটকের ২০ ঘন্টা পর তাঁর বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় শামিমা আক্তার বাদি হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে।[৬১]

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব

৩০. দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক ব্যাপকভাবে নাগরিকদের নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে সরকারের পক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়েও তারা সরকারী দলের কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছে এবং তাদের অনেককে দলীয় শ্লোগান দিতে দেখা গেছে।[৬২] ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরকে বেপোরায়া করে তুলেছে। গত তিন মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে আটক করে সোনা লুট, নিরাপরাধ নাগরিকদের

[৬১] নয়া, দিগন্ত, ১৮ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/organization/595954/

[৬২] প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**আলীগের-কর্মসূচিতে-ওসির-শ্লোগানের-ভিডিও-ছড়িয়েছে-ফেসবুকে**

গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৬৩], অবৈধ আটকাদেশ, অপহরণ, হয়রানি, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে অন্তরীণ অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে নারীকে যৌন ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়াও নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন' পাস হলেও এই আইন শুধুমাত্র কাগুজে আইন হিসেবে বহাল রয়েছে।

শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন সদরের পালং মডেল থানার ওসি আক্তার হোসেন (গোল চিহ্নিত)। ছবি: প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০২১

৩১. হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত এক নারীকে রিমান্ড শেষে গত ২ জুলাই বরিশালের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-৩ আদালতে হাজির করা হয়। এই সময় ওই অভিযুক্ত নারীকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে এর কারণ জানতে চান বিচারক মাহফুজুর রহমান। রিমান্ডে থাকাকালে থানা হেফাজতে পুলিশ সদস্যরা তাঁর ওপর যৌন ও শারীরিক নির্যাতন করেছে বলে ওই নারী অভিযোগ করেন। বিচারক অভিযোগটি আমলে নিয়ে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন অনুযায়ী তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন দিতে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালককে নির্দেশ দেন। গত ৩ জুলাই পরিচালকের পক্ষ থেকে আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। এই প্রতিবেদনে ওই নারীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় শক্ত কিছু দিয়ে পেটানো হয়েছে বলে চিকিৎসকরা উল্লেখ করেন। এই ঘটনায় গত ৪ জুলাই উজিরপুর থানার তৎকালিন পরিদর্শক (তদন্ত) মাইনুল ইসলাম, ওসি জিয়াউল আহসান, উজিরপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারসহ তিনজনকে আসামী করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন ওই নারী।[৬৪]

৩২. গত ২৩ অগাস্ট একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর সিআইডির একটি দল দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার নান্দেরাই গ্রামে লুৎফর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে আটক করতে যায়। কিন্তু

[৬৩] প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-7-14

[৬৪] প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বরিশালে-রিমান্ডে-নারীকে-যৌন-নির্যাতনের-অভিযোগ-তদন্তে-পুলিশের-কমিটি**

লুৎফর রহমানকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী জহুরা বেগম ও ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে ১৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এই ঘটনায় ২৪ অগাস্ট লুৎফর রহমানের ভাই খলিলুর রহমান চিরিরবন্দর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে লুৎফর রহমানের স্বজনরা মুক্তিপণের টাকা নিয়ে দিনাজপুরের দশমাইল এলাকায় সিআইডির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্থানীয় জনতা ঘটনাস্থল থেকে রংপুর সিআইডি'র এএসপি মোহাম্মদ সারোয়ার কবির, সহকারি উপ-পরিদর্শক মোহাম্মদ হাসিনুর রহমান ও কনস্টেবল আহসানুল হক এবং তাদের গাড়িচালক হাবিব মিয়াকে আটক করে চিরিরবন্দর থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করে।[৬৫]

৩৩. গত ৮ অগাস্ট চট্টগ্রামের সোনা ব্যবসায়ী গোপাল কান্তি দাস এক কোটি ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০টি সোনার বার নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাচ্ছিলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার ফতেহপুর রেলওয়ে ওভারপাস এলাকায় ফেনী জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপপরিদর্শক মোতাহের হোসেন, নুরুল হক ও মিজানুর রহমান, সহকারি উপ-পরিদর্শক অভিজিত বড়ুয়া ও মাসুদ রানা গোপাল কান্তি দাসের গাড়ির গতিরোধ করে তাঁর কাছ থেকে সোনার বারগুলো ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাঁকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে তাঁকে মারধর করে তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে এক কোটি টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে ইয়াবা দিয়ে চালান দেয়া হবে বলে ভয়ভীতি দেখায় ডিবি কর্মকর্তারা। পরে গোপাল কান্তি দাসকে অন্য একটি গাড়িতে তুলে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট এলাকায় নামিয়ে দেয়। এই ঘটনায় গোপাল কান্তি দাস ফেনী সদর থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ওই ছয় গোয়েন্দা পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে।[৬৬]

৩৪. রাজশাহী নগরের এক হোটেল কর্মচারীর মেয়ে তাঁর স্বামী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়ে বাবার বাড়িতে এসে ৪ অগাস্ট সরকারি জরুরী সেবার নম্বর ৯৯৯ এ ফোন করে পুলিশের সহযোগিতা চান। পরে নগরের বোসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মোহাম্মদ শামীম ওই নারীর বাসায় যেয়ে তাঁর কাছে স্বামীর সহিংসতার বর্ণনা শোনে। স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এএসআই মোহাম্মদ শামীম ওই নারীকে পুলিশ ফাঁড়িতে দেখা করতে বলে। গত ৮ অগাস্ট ওই নারী তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে যেয়ে এএসআই মোহাম্মদ শামীমের রুমে দেখা করেন। এই সময় তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্য ওই নারীর মাকে এএসআই শামীম বাইরে যেতে বলে। কিছুক্ষন পর ওই নারী কাঁদতে কাঁদতে বাইরে এসে তাঁর মাকে জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেছে। পরে ওই নারীর মা বোয়ালিয়া থানায় এএসআই শামীমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু ওইদিন রাতে ২৪ ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য আরমান আলী তার কার্যালয়ে বিষয়টি আপোষ মীমাংসা করার জন্য সালিশ ডাকলে ওই নারী বিষয়টি আপোষ মীমাংসা করতে রাজি হননি এবং কোন আপোষনামায় সই করেননি। কিন্তু

---

[৬৫] প্রথম আলো, ২৫ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**মুক্তিপণের-টাকা-আনতে-গিয়ে-জনতার-হাতে-আটক-সিআইডির-তিন-সদস্য**

[৬৬] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2021-8-12

এএসআই শামীম একটি নকল আপোষনামা বোয়ালিয়া থানায় জমা দেয়। এই ঘটনায় এএসআই মোহাম্মদ শামীমকে বোসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।[৬৭]

৩৫.গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১১ টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বনি আমিনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের গেরুয়া এলাকায় অবস্থিত একটি মেস থেকে র‍্যাব পরিচয়ে সাদাপোশাকের কয়েক ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে র‍্যাব-৪ এর পক্ষ থেকে বনি আমিন তাদের হেফাজতে আছেন বলে সাংবাদিকদের জানানো হয়। [৬৮] গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩ টায় 'জিজ্ঞাসাবাদ' শেষে বনি আমিনকে র‍্যাব ছেড়ে দেয়। [৬৯]

গুম

৩৬.জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসেও গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল। গুমের শিকার ব্যক্তিরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক কারণে তাঁদের গুম করার অভিযোগ রয়েছে। আটক করার পরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করার প্রবণতা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাবরই সরকারের উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা গুমের বিষয়টি অস্বীকার করে আসছেন। কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গুম হওয়া ৩৪ ব্যক্তির অবস্থান জানতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে চিঠি দিয়েছে। এর আগেও জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ গুম হওয়া একাধিক ব্যক্তির অবস্থান এবং তাঁদের পরিণতি সর্ম্পকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঠানো সেইসব চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি। এছাড়া বাংলাদেশে গুমের ঘটনায় একাধিকবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এমনকি ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশে গুমের ঘটনা তদন্ত করতে আসতে চাইলেও বাংলাদেশ সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঠানো তালিকার অধিকাংশ গুমের শিকার ব্যক্তিরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মী।[৭০]

৩৭.গত ১৬ অগাস্ট যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে সংঘটিত গুমের ওপর 'নো সান ক্যান এন্টার: আ ডিকেড অব এনফোসর্ড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গত এক দশকে গুম হয়ে যাওয়া ৮৬ ব্যক্তির ঘটনা যাচাই করেছে, যেখানে ভিকটিমদের অবস্থান জানা যায়নি। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের গুমের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার এই ব্যাপারে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তজার্তিক

---

[৬৭] প্রথম আলো, ৯ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**স্বামীর-অত্যাচার-থেকে-বাঁচতে-পুলিশের-কাছে-গিয়ে-যৌন-নিপীড়নের-শিকার**

[৬৮] প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**জাহাঙ্গীরনগরের-এক-শিক্ষার্থী-র‍্যাবের-হেফাজতে**

[৬৯] প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-10-1

[৭০] বাংলা ট্রিবিউন, ৯ অগাস্ট ২০২১; https://www.banglatribune.com/695071/

সংস্থার আহ্বান অগ্রাহ্য করেছে। ভুক্তভোগী পরিবারগুলো বলছে, তাঁরা মামলা করতে গেলে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছে।[৭১]

৩৮. গত ৩০ অগাস্ট ছিল গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আর্ন্তজাতিক দিবস। এই দিবসে গুম হওয়া স্বজনদের প্লাটফর্ম 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই দিবসকে কেন্দ্র করে আফাদ (এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেস), *অধিকার* ও মায়ের ডাক এক যৌথ বিবৃতিতে গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

৩৯. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ০২ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ০১ জনের এখনো কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।**

৪০. গত ৬ জুলাই ইসলামিক বক্তা মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবী নোয়াখালী সদরের করমূল্য ইউনিয়নের পশ্চিম শুল্লাকিয়া গ্রামে ওস্তাদ ক্বারী ইউসুফের সঙ্গে দেখা করতে যান। এই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকে কয়েক ব্যক্তি তাঁকে তুলে নেয় বলে অভিযোগ করেন মাহমুদুল হাসান গুনবীর পরিবারের সদস্যরা। এরপর পরিবারের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট থানাসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে তাঁর খোঁজ করলে তারা গুনবীকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে।[৭২] গত ১৬ জুলাই র‍্যাব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, র‍্যাব সদর দফতরের গোয়েন্দা শাখা গত ১৫ জুলাই ঢাকার শাহ আলী থানাধীন বেড়ী বাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে জঙ্গী সন্দেহে গুনবীকে গ্রেফতার করেছে।[৭৩]

নোয়াখালী থেকে নিখোঁজ মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবীর সন্ধান চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি: ইনকিলাব, ৯ জুলাই ২০২১

[৭১] প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**এখনো-গুম-হয়ে-আছেন-৮৬-বাংলাদেশি**

[৭২] ইনকিলাব, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.dailyinqilab.com/article/397398/

[৭৩] নয়াদিগন্ত, ১৭ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/595591/

৪১. মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিজওয়ান হাসান রাকিন এবং তাঁর স্ত্রীর ভাই মাহফুজুর রহমান মিশর থেকে বিমানযোগে গত ৪ অগাস্ট ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেন। রিজওয়ানের নানা সেলিম সারওয়ার বিমান বন্দরে নাতীকে আনতে যান। বিমান থেকে নেমে মাহফুজ ফোনে সেলিম সারওয়ারকে তাঁদের পৌঁছানোর সংবাদ দেন। মাহফুজ জানান, অভিবাসন ডেস্ক পার হওয়ার পর তাঁদের দুজনকেই চোখ বেঁধে গাড়িতে তোলা হয়। তারপর অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের জেরা করা হয়। রিজওয়ানের রাজনৈতিক পরিচয় এবং কোনো অপরাধে জড়িত কি না তাও মাহফুজের কাছে জানতে চাওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় রিজওয়ান কোথায় ছিলেন তা তিনি জানতে পারেননি। পরে তাঁকে রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টায় চোখ বাঁধা অবস্থায় যাত্রাবাড়িতে নামিয়ে দেয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা। ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর থানায় জিডি করতে যান রিজওয়ানের বাবা আবু জাফর। কিন্তু পুলিশ জিডি নেয়নি। পরবর্তীতে ৩ সেপ্টেম্বর পুলিশ এই বিষয়ে জিডি গ্রহন করে। আবু জাফর বলেন, পরিবারের আশা ছিল জিজ্ঞাসাবাদের পর রিজওয়ানকে হয়তো তারা ছেড়ে দেবে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেলো কেউ কিছু জানাতে পারছে না। তিনি থানায় গেছেন, ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগেও গেছেন । কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।[৭৪] আবু জাফর ধারণা করছেন তাঁর ছেলেকে গুম করা হয়েছে।[৭৫]

রিজওয়ান হাসান রাকিন। ছবি: প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

৪২. গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মোখলেছুর রহমান জনির বাবা শেখ আব্দুর রাশেদ গত ১৭ অগাস্ট সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁর ছেলেকে গুম করার পর হত্যা করা হয়েছে বলে একটি মামলা দায়ের করেন। গত ২৯ অগাস্ট মামলার শুনানি শেষে আদালত সিআইডিকে মামলাটি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়।[৭৬] উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৪ অগাস্ট মোখলেছুর রহমান জনি গুমের শিকার হন। [৭৭]

---

[৭৪] প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**বিমানবন্দরে-নামার-পরই-নিখোঁজ-হয়েছিলেন-রিজওয়ান-কেউই-কিছু-জানে-না**

[৭৫] The Daily Star, 8 september 2021; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/student-taken-arrival-hisa-2170851

[৭৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতক্ষীরার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৭৭] মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪৩.এই তিন মাসেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারের জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকা, অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি এবং দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু' হিসেবে অভিহিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই কাউকে উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা এরকম অজুহাত দেখায় যে, ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ঐ ব্যক্তি 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন এবং তারা 'আত্মরক্ষার্থে' গুলি চালিয়েছিলো।

৪৪.**জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ০১ জন পুলিশ, ১১ জন র‍্যাব, ০৪ জন বিজিবি ও ০১ জন নৌ-পুলিশের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জন 'বন্দুকযুদ্ধে', ০১ জন পিটুনিতে এবং ০১ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৪৫.গত ১৬ অগাস্ট ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে র‍্যাবের গুলিতে সজীব হোসেন (৩৫) ও তাজুল ইসলাম (৩৮) নামে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। র‍্যাব জানায়, নিহত দুইজনসহ ৮/৯ জন গভীর রাতে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। র‍্যাব সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা গুলি ছুঁড়লে আত্মরক্ষার্থে র‍্যাব সদস্যরা পাল্টা গুলি চালালে দুজন নিহত হয়। নিহত সজীবের স্ত্রী নাসরিন বেগম জানান, গত ২৩ জুলাই বিকেলে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর বাজার এলাকা থেকে দুই ভাইকে র‍্যাব পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তাঁরা নিখোঁজ ছিলেন। তাজুল ইসলামের স্ত্রী আমেনা বেগমও একই কথা জানান।[৭৮]

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৬.দেশের ৬৮টি কারাগারের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করার ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৩৭টি কারাগারে

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ২০১৭ সালের ৪ জুলাই একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনিকে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর শুনানী শেষে আদালত পুলিশ বুর্যো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে মোখলেসুর রহমান জনিকে খুজে বের করার জন্য নির্দেশ দেন এবং এই ব্যাপারে পুলিশের আইজিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনেরও নির্দেশ দেন। পিবিআই এই ব্যাপারে তদন্ত করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, জনির গুমের ঘটনার সাথে পুলিশ জড়িত না। আদালত এই প্রতিবেদনের ওপর শুনানী শেষে সাতক্ষীরা পুলিশ সুপারকে দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

[৭৮] প্রথম আলো, ১৮ অগাস্ট ২০২১: https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-8-18

অনিয়ম ও দুর্নীতি 'ওপেন সিক্রেট'। কর্মকর্তা ও কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও শাস্তি হিসেবে তাদের শুধু মাত্র অন্যত্র বদলি করা হয়। প্রতিবেদন বলা হয়েছে, কারা কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে পুরানো বন্দিদের থেকে একজন নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করে এবং তাদের মাধ্যমেই ওয়ার্ড পরিচালিত হয়। নিয়ন্ত্রকদের টাকা না দিলে বন্দিদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যও মাসে ৮ থেকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়। শীতকালে মোটা কম্বল বা অতিরিক্ত কম্বল পেতে হলে প্রত্যেক বন্দিকে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। পর্যাপ্ত পানি পেতে হলেও টাকা দিতে হয়। ভালো খাবার ও থাকার জন্য মোটা অংকের টাকা কারা কর্মকর্তাদের দিতে হয় বন্দিদের।[৭৯] অথচ এই সব কিছু এবং চিকিৎসা সেবা বন্দিদের বিনামূল্যে পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাদেরকে তা অর্থের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতা ৪২,৪৫০।[৮০] অথচ ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি বন্দি থাকার কারণে কারাগারগুলোতে বন্দিরা ঠাসাঠাসি করে থাকছেন। এই সময়ে কয়েকজন বন্দি অসুস্থ হয়ে কারাগারে মারা গেছেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি থাকার হার সবচেয়ে বেশি, যা ১৯৫ শতাংশ, পাশাপাশি প্রাক-বিচারের বন্দিদের সর্বোচ্চ অনুপাত ৮১.৩ শতাংশ। ২৯ আগস্ট ২০২১ সাউথ এশিয়া পিস অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সাপান) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এই পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের কারাগারের পরিস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।[৮১]

৪৭. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ২৬ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এছাড়া ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই কারণে মানুষ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা অব্যাহত আছে।

৪৯. **২০২১ সালের জুলাই- সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ০৭ জন নিহত হয়েছেন।**

৫০. গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার নবাবগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনার টিকা নিতে যান স্থানীয় বাসিন্দা হযরত আলীর স্ত্রী জহুরা বেগম। টিকা নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানোর পর এক সময় তিনি দেখতে পান তাঁর গলায় থাকা সোনার চেইন হারিয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁর পাশে দাঁড়ানো দুই তরুণীকে এই ব্যাপারে সন্দেহ করেন এবং তাঁর স্বামীকে ডেকে এনে ওই দুই তরুণীকে ধরে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। এই খবর পেয়ে আশে পাশের লোকজন জড়ো হয় এবং চেইন চুরির অভিযোগে ওই দুই

[৭৯] সমকাল, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://samakal.com/bangladesh/article/210977704/
[৮০] ওয়ার্ল্ড প্রিজন ব্রিফ, https://www.prisonstudies.org/country/bangladesh
[৮১] দি ডেইলি স্টার, ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/bangladesh-jails-among-the-worst-south-asia-2164946

তরুণী রুনা আক্তার ও পপি আক্তারকে গণপিটুনী দেয়। একপর্যায়ে রুণা আক্তার ঘটনাস্থলে মারা যান।[৮২]

মৃত্যুদণ্ড প্রথা ও মানবাধিকার

৫১. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের বেশিরভাগই দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ।[৮৩] এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে এবং এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে আদালত অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। ফলে সারাদেশে বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে অমানবিকভাবে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন বহু অভিযুক্ত।

৫২. জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিম্ন আদালত কর্তৃক ৩৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং ০১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

৫৩. গত ১৫ জুলাই গাজীপুর কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ইসলামী চরমপন্থী সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের সদস্য আসাদুজ্জামান পনিরের মৃত্যুদণ্ড ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হয়।[৮৪]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৪. জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই কম।

ধর্ষণ

৫৫. অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় আইনের ফাঁক গলে ধর্ষকরা রেহাই পেয়ে যাওয়ায় ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । ফলে ধর্ষকরা উৎসাহিত হচ্ছে এবং দেশে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে শিশু[৮৫] হতে শুরু করে বয়স্ক নারীরাও[৮৬] ধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ। মামলা করতে গিয়ে অনেক নারী ও শিশু এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা থানায় হেনস্থার শিকার হন। মামলা তুলে নেয়ার জন্য ভিকটিমের পরিবারের সদস্যদের প্রভাবশালীরা হুমকি দেয়। এমনকি ধর্ষণের শিকার নারীকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়।[৮৭]

---

[৮২] প্রথম আলো ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**চোর-সন্দেহে-ধরে-বাড়িতে-নিয়ে-গিয়ে-গণপিটুনি-তরুণী-নিহত**

[৮৩] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**দেশে-মৃত্যুদণ্ডের-আসামিদের-মধ্যে-দরিদ্র-মানুষ-বেশি-গবেষণা**

[৮৪] প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**জেএমবি-সদস্যের-ফাঁসি-কার্যকর**

[৮৫] মানবজমিন, ১৮ জুলাই ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=284162

[৮৬] যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/440733

[৮৭] যুগান্তর, ৮ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/440733

মামলা দায়ের হলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অনীহা প্রকাশ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের সাথে দেনদরবার করে থানা থেকেই অভিযুক্তকে ছেড়ে দেয়।[৮৮] সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ ধর্ষণের ঘটনায় সালিস বা মীমাংসা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিলেও[৮৯] সালিশের মাধ্যমে অনেক ধর্ষণের ঘটনা মীমাংসা করে দিয়ে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। আদলতের বাইরে বিচার পক্রিয়া ছাড়া ঘটনাগুলোর মীমাংসাকারী ব্যক্তিদের কোন সাজা হয় না। এছাড়া ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সহকর্মী নারী কর্মকর্তাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ রয়েছে।[৯০]

৫৬. **গত তিন মাসে ৪০১ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৪৬ জন নারী, ২৩২ জন মেয়ে শিশু এবং ২৩ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৪৬ জন নারীর মধ্যে ৩৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৩২ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৪০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ০৭ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০২ শিশু আত্মহত্যা করেন। এই সময়কালে ৯১ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৫৭. গত ২৬ জুলাই পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় গলাচিপা সরকারী কলেজের এক শিক্ষার্থীকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক অপহরণ করে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় ওই শিক্ষার্থী আবু বক্কর সিদ্দিককে আসামী করে কলাপাড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।[৯১]

বখাটে কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা (যৌন হয়রানি)

৫৮. এই তিন মাসেও যৌন হয়রানি ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। এই সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নারীর ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৫৯. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ২২ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৩ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ০২ জন আহত এবং ১৭ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া, যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুটি পৃথক ঘটনায় ০২ জন মেয়ের বাবাকে বখাটেরা হত্যা করে, ০৬ জন পুরুষ ও ০১ জন নারী আহত হন, ০১ জন পুরুষ লাঞ্ছিত হয়েছেন।**

৬০. গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়া এক স্কুল ছাত্রীকে শিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়ার পথে উত্যক্ত করত সাইদ মুন্সী নামে এক যুবক। গত ১১ জুলাই ওই ছাত্রী শিক্ষকের কাছে পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সাইদ মুন্সী তাকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। পুলিশ এই ঘটনায় সাইদ মুন্সীকে গ্রেফতার করেছে।[৯২]

---

[৮৮] নয়াদিগন্ত, ১ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/592033/

[৮৯] প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**৫-বছরে-আদালতে-ধর্ষণ-মামলা-৩০-হাজার-২৭২টি**

[৯০] যুগান্তর, ১২ অগাস্ট ২০২১; https://www.jugantor.com/national/453262/

[৯১] মানবজমিন, ২৮ জুলাই ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=285535

[৯২] নয়াদিগন্ত, ১৫ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/595096/

যৌতুক সহিংসতা

৬১. যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল এই তিন মাসেও। যৌতুক না পাওয়ার কারণে নারীদের পিটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, শ্বাসরোধ করে ও কুপিয়ে হত্যা করার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে। অনেক অন্তঃসত্ত্বা নারীও যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার হচ্ছেন। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক সহিংসতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তভোগী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যৌতুকের জন্য হত্যার পেছনে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক দম্পতির ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। একদিকে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করে অন্যদিকে পুলিশ স্বামীকে গ্রেফতার করে তখন এই দম্পতির সন্তানরা মা-বাবা দুজনকেই হারিয়ে মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

৬২. **গত তিন মাসে মোট ৫৫ জন নারী এবং ০২ জন বাল্যবিবাহের শিকার মেয়ে শিশু যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ২৫ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ০২ জন আত্মহত্যা ও ৩০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।**

৬৩. গত ৮ জুলাই বগুড়ার শেরপুরে যৌতুকের দাবিকৃত ৫ লক্ষ টাকা দিতে না পারায় শ্বশুর আসাদুল ইসলামকে মেয়ের স্বামী সাব্বির ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এক বছর আগে আসাদুল ইসলামের মেয়ে শিমুর সাথে সাব্বিরের বিয়ে হয়।[৯৩]

৬৪. গত ২৩ জুলাই কুমিল্লা শহরে পিংকি আক্তার নামে ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী বিল্লাল হোসেন পিটিয়ে হত্যা করে। যৌতুক হিসেবে কয়েক দফায় বিল্লাল হোসেনকে টাকা দেয়া হলেও আরো টাকা পাওয়ার জন্য এর আগেও একাধিকবার সে তার স্ত্রী ও শ্বাশুড়িকে কুপিয়ে আহত করে।[৯৪]

এসিড সহিংসতা

৬৫. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ ও এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

৬৬. **চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৫ জন মহিলা, ০৫ জন মেয়ে শিশু, ০১ জন পুরুষ ও ০১ জন বালক।**

৬৭. গত ২ অগাস্ট রাতে পটুয়াখালী সদরে সুমাইয়া আক্তার (১৬) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রী এবং তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ আলী (১২) নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। এই সময় দুর্বৃত্তরা ঘরের সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে সুমাইয়া আক্তার ও মোহাম্মদ আলীর ওপরে এসিড ছুঁড়ে মারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়।[৯৫]

---

[৯৩] নয়াদিগন্ত, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/rajshahi/593794/

[৯৪] যুগান্তর, ২৫ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/446129/

[৯৫] প্রথম আলো, ৪ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**দুর্বৃত্তের-ছোড়া-অ্যাসিডে-ঝলসে-গেল-ভাই-বোনের-শরীর**অনলাইনের-জন্য

শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

হাসেম ফুডস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

৬৮. গত ৮ জুলাই ২০২১ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সজিব গ্রুপের হাসেম ফুডস কারখানায় এক ভায়বহ অগ্নিকাণ্ডে ৫৪ জন শ্রমিক নিহত এবং অর্ধশত শ্রমিক আহত হন।[৯৬] হতাহত শ্রমিকদের অধিকাংশ ছিলো শিশু।[৯৭] ভবনের ভেতরে অবস্থিত গোডাউন নিয়মবহির্ভূতভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ভবনে অগ্নিনির্বাপনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। উপরন্তু জরুরী নির্গমনের পথ বন্ধ ছিল এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনের গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।[৯৮] ফলে শ্রমিকরা বের হতে না পেরে সেখানে আটকা পড়েন। অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত ভবনটি ইমারত কোড না মেনে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।[৯৯] অগ্নিকাণ্ডের পরে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যে জানা যায় যে, কারখানায় শ্রম অধিকার লঙ্ঘনসহ শ্রমিকদের বেতন এবং ওভারটাইমের মজুরী সময়মত পরিশোধ করা হতো না এবং ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদেরও এই কারখানায় নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা বাংলাদেশের শ্রম আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।[১০০] এই কারখানার ১১ বছর বয়সী শ্রমিক জান্নাত আক্তার এবং ১৩ বছর বয়সী শ্রমিক হালিমা আক্তার *অধিকারকে* জানায়, কোন সাপ্তাহিক এবং সরকারি ছুটি ছাড়াই তারা দিনের পর দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হতো। কোন কারণে একদিন অনুপস্থিত থাকলে তাদের পুরো মাসের হাজিরা বোনাস কেটে নেয়া হতো। এই কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল শিশু।[১০১]

৬৯. এই ধরনের ঘটনা এবং শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন রোধ করার লক্ষ্যে আইনগত এবং নীতিগত কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কারখানাগুলো তৈরির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও ত্রুটি এবং কারখানা পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অগ্নিকাণ্ডের সময় কারখানাগুলোতে বহির্গমন পথ বন্ধ থাকা, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের অভাব এবং বিভিন্ন ধরনের অবহেলার কারণে কারখানায় বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে তাজরিন ফ্যাশনস্, ২০১৩ সালে স্মার্ট গার্মেন্টস্, ২০১৬ সালে টাম্পাকো ফয়েলস ও ২০১৯ সালে পুরানো ঢাকায় কেমিক্যাল গোডাউনে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। এইসব হতাহতের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অধিকাংশেরই কোন বিচার হয়নি এবং ভিকটিম/পরিবারগুলোর অধিকাংশই

---

[৯৬] ঢাকা ট্রিবিউন, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/07/09/narayanganj-factory-fire-rages-on-many-feared-dead, Dhaka ঢাকা ট্রিবিউন, ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/08/31/citizens-probe-hashem-food-factory-fire-a-mere-murder-due-to-negligence

[৯৭] ডেইলি সান, ১০ জুলাই ২০২১; https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/15551650/dozens-children-killed-bangladesh-fire-locked-forcing-workers-jump/

[৯৮] যুগান্তর, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/country-news/441120/

[৯৯] আল-জাজিরা, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.aljazeera.com/news/2021/7/9/deadly-fire-at-bangladesh-food-processing-factory

[১০০] বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী কোনও শিশুকে কোন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কোন পেশায় নিযুক্ত বা কাজ করার অনুমতি দেয়া যাবে না।, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-952/section-26435.html, ঢাকা ট্রিবিউন, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2021/07/09/child-workers-still-missing-in-disastrous-narayanganj-factory-fire, প্রথম আলো, ৯ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**খোঁজ-মেলেনি-অনেক-শ্রমিকের-বেশির-ভাগই-শিশু**

[১০১] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

ক্ষতিপূরণ পাননি। এছাড়াও কারখানাগুলোতে শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর প্রবণতা রয়েছে এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে শিশু শ্রম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৭০.শ্রমিকদের না জানিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিক এখনও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

৭১.গত ১৪ জুলাই গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌর এলাকায় লাক্সমা ইনারওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। এই সময় লাঠিসোটা নিয়ে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা নারী শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায় এবং অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য শ্রমিকদের ধাওয়া করে। এই হামলার ঘটনায় নারী শ্রমিকসহ ৮ জন শ্রমিক আহত হন। আহত শ্রমিকদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।[১০২]

গাজীপুরের শ্রীপুরের ছাপিলাপাড়ায় বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে কারখানার সড়কে শ্রমিকদের অবস্থান। ছবি: প্রথম আলো ১৫ জুলাই ২০২১

৭২.গাজীপুর শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় স্টাইল ক্র্যাফ্ট পোশাক কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীরা তিন বছরের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে গত ৬ জুলাই থেকে লাগাতার কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করে আসছিলেন। কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য একাধিকবার তারিখ ঘোষণা করলেও তা পরিশোধ করেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিক ও কর্মচারীরা গত ১৮ জুলাই কারখানার গেটে জড়ো হয়ে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করতে থাকেন। ফলে কারখানার সামনের সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়টি সমাধানের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ না থাকায় আন্দোলনরত শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক

[১০২] প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2021-7-15

অবরোধের লক্ষ্যে চান্দিনা মোড়ের দিকে রওনা হলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারসেল ও সাউন্ড গেনেড নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ছয় জন আহত হন।[১০৩]

গাজীপুরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় শ্রমিকরা বেতন-বোনাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ছবি: নয়াদিগন্ত, ১৮ জুলাই ২০২১

ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে বাংলাদেশী অভিবাসীপ্রত্যাশী নাগরিকদের মৃত্যু

৭৩. আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন অসংখ্য বিরোধীদলের নেতা-কর্মী। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নেতা-কর্মী দেশের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার যুবকরা এবং রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে দূর্গম পথে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারাচ্ছেন অথবা আটক হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। গত ৩ জুলাই লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে তিউনিসিয়া উপকূলে নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ হওয়া ৪৩ জন অভিবাসীর সবাই মারা গেছেন। উদ্ধার করা হয়েছে ৮৪ জনকে। তিউনিসিয়ার রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, ওই নৌকায় বাংলাদেশ, মিসর, সুদান ও ইরিত্রিয়া থেকে আসা অভিবাসীরা ছিলেন।[১০৪]

প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক ঃ ভারত ও মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার ও বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৭৪. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ভারত নিজের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য যে উপকূলীয় ভিত্তিরেখা বা বেসলাইন ব্যবহার করেছে, এর একটি অংশ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ভেতরে পড়েছে। সাত বছর ধরে বাংলাদেশ বিষয়টি দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ভারতের অবস্থানের বিষয়টি জাতিসংঘের মহাসচিবকে অবহিত করে

[১০৩] নয়াদিগন্ত, ১৮ জুলাই ২০২১; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/595945/
[১০৪] প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2021-7-4

একটি কূটনৈতিক চিঠি পাঠিয়েছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে[১০৫] বাংলাদেশের দাবির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে ভারত গত এপ্রিলে জাতিসংঘকে একটি চিঠি দিয়েছিল। ভারতের সেই চিঠির বিষয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে পাঠানো পৃথক চিঠিতে বাংলাদেশ বলেছে, ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত যে রায় দিয়েছে, তা অনুসরন করেই মহীসোপানের দাবি নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা পরিমাপ এবং বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের বাইরের সীমা নির্ধারণের জন্য সোজা বেসলাইন সম্পর্কিত কিছু ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক নিয়ে ভারতের দাবির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতিসংঘে দুটি প্রতিবাদ দাখিল করেছে।[১০৬] ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত দুই প্রতিবেশীর সীমানা নির্ধারণ করে রায় দেয়ার পর ভিত্তিরেখার বিষয়টি দ্বিপক্ষীয়ভাবে সুরাহার অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের অনুরোধে সাড়া দেয়নি ভারত। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি জাতিসংঘ ও সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে জানায়নি। কিন্তু এতদিন পর এখন বাংলাদেশ ভারতের এই অবস্থানের বিরোধিতা করছে। ভারতের ভিত্তিরেখার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বাংলাদেশের ব্যাখায় বলা হয়েছে, ১৯৭৬ সালে ভারত টেরিটোরিয়াল ওয়াটার ও মেরিটাইম জোন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে। এর ৩৩ বছর পর ২০০৯ সালে ভিত্তিরেখা নির্ধারণের জন্য সংশোধনী আনে। আগের নিয়মে সমুদ্রের পানির নিম্নস্তর থেকে ভিত্তিরেখা নির্ধারণের বিধান থাকলেও বর্তমানে তারা 'স্ট্রেইট বেসলাইন' পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যা আনক্লোজের (জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশন) ৭ নম্বর ধারার পরিপন্থী।[১০৭]

৭৫. ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃপক্ষ সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা অব্যাহত থাকায় সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত ১০ জুলাই লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার তিনবিঘা করিডরসহ সংলগ্ন সীমান্ত পরিদর্শন করেন বিএসএফ এর মহাপরিচালক রাকেশ আস্থানা। এই সময় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গে এক বৈঠকে সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।[১০৮] কিন্তু এই বৈঠকের পরের দিন ১১ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জের বসন্তপুর সীমান্তে আবদুর রাজ্জাক (১৯) নামে এক বাংলাদেশী তরুণকে বিএসএফের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।[১০৯]

৭৬. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিএসএফ'র হাতে ০৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ০৫ জন গুলিতে ও ০১ জন বিএসএফ এর পাথর নিক্ষেপের কারনে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ০১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ**

[১০৫] পৃথিবীর মহাদেশগুলোর চর্তুদিকে স্থলভাগের যে অংশ অল্প অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে তাকে মহীসোপান বলে।

[১০৬] নিউ এজ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.newagebd.net/article/149405/bangladesh-files-protests-at-un

[১০৭] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**ভারতের-সমুদ্ররেখা-নিয়ে-আপত্তি**

[১০৮] যুগান্তর, ১১ জুলাই ২০২১; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/441720/

[১০৯] প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বিএসএফের-গুলিতে-বাংলাদেশি-তরুণ-নিহত-3**

রয়েছে। এছাড়াও ০১ জন বাংলাদেশি মেয়ে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যা এবং নির্যাতনের কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি।[১১০]

৭৭. গত ২৮ জুলাই দুই বাংলাদেশী নারী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের আটক করে। আটকের পর ওই দুই নারীকে বিএসএফ এর ১৫৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফ'র সাব-ইন্সপেক্টর রামেশ্বর কয়ালের নির্দেশে বিএসএফ সদস্যরা ওই নারীদের সীমান্ত পার করে দেয়ার জন্য নিযুক্ত দালালকে গ্রেফতার করার জন্য ক্যাম্প থেকে বের হয়। এই সময় ক্যাম্পে অবস্থানকারী রামেশ্বর কয়াল ৩০ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী নারীকে ধর্ষণ করে । ধর্ষণের পর ওই দুই নারীকে ছেড়ে দেয় রামেশ্বর কয়াল। এরপর সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে গত ২৯ জুলাই গাইঘাটা থানায় এসে ওই নারী ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। পরে গাইঘাটা পুলিশ অভিযুক্ত রামেশ্বর কয়ালকে গ্রেফতার করে।[১১১]

৭৮. গত ২৯ অগাস্ট লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী মাইয়ামরাঘাট সীমান্তে ইউনুস আলী ও সাগর চন্দ্র নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিককে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ সদস্যরা। গত ৩১ অগাস্ট নিহতদের লাশ ফেরত দেয়ার দাবীতে বুড়িমারী স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক অভিবাসনচৌকির (আইসিপি) বিজিবি আউট পোস্টের সড়কে অবস্থান নিয়ে নিহতদের আত্মীয়স্বজনসহ স্থানীয় জনসাধারণ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পাটগ্রাম থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[১১২]

৭৯. গত ৩ সেপ্টেম্বর কুড়িগ্রামের রৌমারীতে সহিবুর রহমান (৪০) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিককে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। সহিবুরের মা ছকিরন বেওয়া বলেন, তাঁর ছেলে একজন কৃষিশ্রমিক। তাঁর ছেলেসহ কয়েকজন মিলে ভোররাতে ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি জিঞ্জিরাম নদে মাছ ধরতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।[১১৩]

---

[১১০] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১১১] মানবজমিন ৩০ জুলাই ২০২১; https://mzamin.com/article.php?mzamin=285838&cat=44/, ঢাকা ট্রিবিউন, ৩০ জুলাই ২০২১; https://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2021/07/30/bangladeshi-woman-raped-by-bsf-member-in-india

[১১২] প্রথম আলো, ৩১ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**বিএসএফের-গুলিতে-নিহত-দুজনের-লাশ-ফেরত-চেয়ে-বিক্ষোভ**

[১১৩] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**রৌমারীতে-বিএসএফের-গুলিতে-এক-বাংলাদেশি-যুবক-নিহত**

বিএসএফের গুলিতে নিহত সহিবুর রহমানের লাশ ঘিরে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: প্রথম আলো ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি

৮০. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ছয় দফায় প্রায় ১৯ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তর করেছে।[১১৪] কিন্তু রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে নিয়ে আসার আগে তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই পূরণ করা হয়নি। এই অবস্থায় ভাসানচর থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ১৩ অগাস্ট নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচর থেকে পালানোর সময় ৪১ জন রোহিঙ্গা শরনার্থীদের বহনকারী ইঞ্জিনচালিত একটি মাছ ধরার ট্রলার চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের সীমানায় বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। এই ঘটনায় ১৪ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উদ্ধার করেছেন সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা। নিখোঁজ রয়েছেন আরো ২৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী। এঁদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশি বলে জানা গেছে।[১১৫]

৮১. গত ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার উখিয়ার লাম্বাশিয়ায় মানবাধিকার কর্মী এবং রোহিঙ্গা শিবিরে আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস্ (এআরএসপিএইচ) এর চেয়ারম্যান মহিবুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করে একদল দুর্বৃত্ত। মহিবুল্লাহ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংতার ওপর ডকুমেন্ট তৈরি, এই নৃশংস ঘটনার বিচারপ্রাপ্তি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছিলেন। এছাড়া মুহিবুল্লাহ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার আদায় এবং মিয়ানমার সরকারের কাছে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, রাখাইনে (আরাকানে) ফেলে আসা জন্মভিটাতে প্রত্যাবাসনসহ ৭ দফা দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

---

[১১৪] বাংলা ট্রিবিউন, ৩১ মে ২০২১; https://www.banglatribune.com/683183/

[১১৫] প্রথম আলো, ১৪ অগাস্ট ২০২১; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**ভাসানচর-থেকে-পালানোর-চেষ্টা-ট্রলারডুবিতে-২৭-রোহিঙ্গা-নিখোঁজ**

২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের মাঠে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর এক বিশাল সমাবেশে মহিবুল্লাহ এই দাবিগুলো তুলে ধরেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে কয়েকবার বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অতীতে বিভিন্ন মহল থেকে কয়েকবার তাঁকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১১৬]

রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ (মাঝে) আততায়ীদের গুলিতে নিহত। ছবি: সংগৃহীত

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৮২. আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে *অধিকার* এর ওপর যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তা এখনও বন্ধ হয়নি। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলার কার্যক্রম শুরু করেছে সাইবার ট্রাইব্যুনাল । গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে সচল করার ব্যাপারে আদেশ দেয়। পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করার বিষয়টি পূনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে এই মামলার প্রথম শুনানী হয় । এই দিন *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাঁদের আইনজীবী আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করার কথা আদালতকে অবহিত করেন এবং রিভিউ শুনানি শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আরজি জানান। কিন্তু আদালত এই আরজি মঞ্জুর না করে ৫ অক্টোবর মামলা নং-১/২০১৩ এ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে।

[১১৬] Aljazeera, 30 September 2021; https://www.aljazeera.com/news/2021/9/29/top-rohingya-leader-in-bangladesh-shot-dead

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ অন্তবর্তীকালিন সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. দমনমূলক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করতে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং এইসব ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৫. গুমের সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে ফেরত দিতে হবে।

৬. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২-২০১৩) এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৮. হাশেম ফুডস্ ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে নিখুঁত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করে তদন্তের ফলাফল জনগণকে জানাতে হবে এবং এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। নিহত ও আহত সমস্ত শ্রমিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শিশু শ্রমিকদের বেআইনীভাবে কেন কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তা তদন্ত করে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত শিশু শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তসহ যারা নারীদের ওপর সহিংসতা চালাচ্ছে তাদের

দায়মুক্তি দেয়া চলবে না। ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে বর্নিত যৌন হয়রানি ও উত্যক্তকরণের সংজ্ঞা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১২. বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক হত্যা-নির্যাতন-ধর্ষণসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গাদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধ গোষ্ঠিসহ অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় এনে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। রেহিঙ্গা মানবাধিকার কর্মী মহিবুল্লাহকে হত্যার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

১৪. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে ।